আল কুরআন দ্বারা কে
হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন?
রচনায়ঃ হুজাইফা
saifullah media
https://aljamaah1.wordpress.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য যিনি মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশিকার ব্যবস্থা করেছেন। স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক এই উম্মতের শিক্ষক, আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে এখন পর্যন্ত যত ঈমানদার ভাই ও বোন আল্লাহর কিতাব কে আঁকড়ে ধরে ছিলেন এবং বর্তমানে যারা আছেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে তদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিন, আর আমাদেরকেও তার দ্বীনের পথে চলার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আল কুরআন দ্বারা কে হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন?

মুসলিম মাত্রই আল কুরআনের সাথে তার একটু হলেও সম্পর্ক থাকে, কারো সম্পর্ক আল্লাহর কিতাবকে শুধু তিলাওয়াত করা পর্যন্ত, কারো সম্পর্ক আর একটু এগিয়ে অনুবাদ পড়া পর্যন্ত, কারো সম্পর্ক আরও একটু এগিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ হাদিসে এ ব্যাপারে কি এসেছে তা জানা, কারো সম্পর্ক আরও গভীর- যে জানার চেষ্টা করে আলকুরআনকে আরো গভীর থেকে। এ কিতাব থেকে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমেই কি হিদায়াত পাওয়া সম্ভব? কারণ যারা এ কিতাবের জ্ঞান অর্জন করছেন তাদের এক শ্রেনীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য পেট চালানো তথা দুনিয়া, আর এর শ্রেনীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য এ কিতাবের জ্ঞান অর্জন করে বাকযুদ্ধে অন্যকে পরাজিত করে নিজের বাহাদুরি দেখানো, আর এক শ্রেনীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য এ কিতাবের জ্ঞান অর্জন করে তথা আল্লাহর আদেশ নিষেধসমূহ জেনে সেভাবে চলা যেভাবে চললে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা খুশি হন। যারা চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মেধা, শ্রম, এমনকি আরাম আয়েশপর্যন্ত ত্যাগ করে আলকুরআনকে জানার জন্য সময় ব্যয় করতেছেন তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এরা কি আসলে সকলে হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন? আর যদি সকলে হিদায়াত প্রাপ্ত না হন তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার এ হিদায়াত গ্রন্থ দ্বারা যাকে হিদায়াত দান করবেন কে সেই সৌভাগ্যবান? কি তার পরিচয়?

আসুন এর ফায়সালা জেনে নেই ওহীর বিধান থেকে,

আলকুরআন একটি পথনির্দেশিকা বা হিদায়াত গ্রন্থ এ ব্যাপারে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তার কিতাবে বলেন,

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [١٦:٦٤]

তুমি তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে যে-বিষয়ে তারা মতভেদ করে এজন্যই আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি আর এটি পথনির্দেশ (হিদায়াত) ও করুণা সেই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস (ঈমানদার) করে। (সূরা নাহল ১৬:৬৪)

এই কিতাব (আল কুরআন) দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার বান্দাদের মধ্যথেকে কাকে হিদায়াত দান করবেন সে ব্যাপারে তিনি সূরা মায়িদাহ তে বলেন,

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ [٥:١٥]

আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই এসেছে জ্যোতি এবং সুস্পষ্ট কিতাব। (সূরা মায়িদাহ ৫:১৫)

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ [٥:١٦]

এই কিতাব (আল কুরআন) **দ্বারা** আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে শান্তির পথসমূহে **হিদায়াত** দান করেন, **যারা** তার **(আল্লাহর) সন্তুষ্টি অনুসরণ করে** এবং তিনি তাদেরকে নিজ তাওফীকে ও করূণায় (কুফরীর) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল-সঠিক পথের হিদায়াত দান করেন। (সূরা মায়িদাহ ৫:১৬)

এই আয়াতে আরবী اتَّبَعَ শব্দটি এসেছে যার শাব্দিক অর্থ পিছু অনুসরণ করা। সুতরাং এ আয়াত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, **আল্লাহ এ কিতাব দ্বারা তাকেই হিদায়াত দান করবেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টির পিছু অনুসরণ করে।**

সহীহ বুখারীতে আছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ."

আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (রাঃ) ....উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হাসিলের জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে। (কিতাবুল ঈমান-সহীহ বুখারী)

সুতরাং আপনি আপনার নিয়তকে সংশোধন করুন, হিদায়াত পেতে আল্লাহর সন্তুষ্টির ও অসন্তুষ্টির বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে কিভাবে আল্লাহকে খুশি/ সন্তুষ্ট করা যায় আল্লাহর কিতাব থেকে জেনে তারই অনুসরণ করুন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তার পক্ষ থেকে দেয়া হিদায়াত গ্রন্থ অনুসারে আমল করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদেরকে সীরতে মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমীন............

হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও প্রার্থনা শ্রবণকারী।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন............

সমস্ত প্রশংসা অংশিদারমুক্ত এক আল্লাহ,র জন্য, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন কল্যাণ ও অকল্যান দাতা নেই তার কাছেই আমি তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রচনায়ঃ হুজাইফা

পরিবেশনায়ঃ saifullah media

https://aljamaah1.wordpress.com